আজকের কাগজ

তারিখ 13 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

৫৪

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'বছরেও ৬৪ জন ছাত্রের ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারেনি

ঃ দীর্ঘ ২ বছর অতিবাহিত হতে চলল তবুও ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারেনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে এসব ছাত্রছাত্রী চরম অনিশ্চিতায় ভুগছে। তাদের জীবন এখন ধ্বংসের সম্মুখীন। সূত্রে প্রকাশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৯২ সালের ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ করা হলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বরের অভাবে প্রায় ৩ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ফল প্রকাশ সম্ভব হয়নি। এসব পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ স্থগিত করা হয়, তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরীক্ষা কমিটির সভাপতিদের কাছে এসব ছাত্রছাত্রীর নম্বর চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বার বার পত্র দেয়ার পরও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে নম্বর না পাঠানোয় উপাচার্যের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। অতঃপর এ ব্যাপারে ১৯৯৪ সালের ৬ জুলাই উপাচার্যের দফতরে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে নম্বরের অভাবে যাদের ফল প্রকাশ করা যায়নি তাদের ফল প্রকাশের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্যে সমাজতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এএফএম ইমাম আলীকে আহবায়ক করে ডঃ রনজিত কুমার শর্মা ও অধ্যাপক এম নাজিমউদ্দিনকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দীর্ঘদিন যাবত পরিশ্রম করে ১৯৯২ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ২০টি ব্যাচে বিভক্ত মোট ২৯টি টেবুলেশন সীট অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নম্বরের অভাবে যাদের ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছিলো তাদের নম্বর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে প্রেরণের জন্যে, সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠি দেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরীক্ষা কমিটি নম্বর না পাঠানোয় উক্ত কমিটি পর পর ৮ বার উদ্যোগ নিলেও ৩ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ফলাফল চূড়ান্ত করতে পারেনি। উক্ত কমিটি ১৯৯৪ সালের ২০ জুলাই ও ২৪ আগস্ট পুনরায় স্থগিত পরীক্ষার্থীদের নম্বর পাঠানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরীক্ষা কমিটির কাছে অনুরোধ জানালে তারা কয়েক কিস্তিতে মোট ১৮৬ জনের নম্বর পাঠায়। তখন মোট ১৮টি গেজেটের মাধ্যমে ১৯৬ জনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মাত্র ১টি বিষয়ের নম্বর না আসায় ১ বছর ৭ মাস পরেও বাকি ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীর ফলাফল প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না বলে চঃবিঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে জানানো হয়েছে। সূত্র মতে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটি এসব ছাত্রের খাতা হারিয়ে ফেলার অজুহাতে এ দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে উক্ত কমিটি ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গড় নম্বর দিয়ে ফলাফল প্রকাশের সুপারিশ করে। কিন্তু বিষয়টি উপাচার্যের কাছে পাঠানো হলে তিনি তা সিদ্ধান্তের জন্যে একাডেমীক কাউন্সিলে প্রেরণ করেন, একাডেমিক কাউন্সিলের বিলম্বিত সিদ্ধান্তের কারণেই এসব ছাত্রছাত্রীর ফলাফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।